দৈনিক ইনকিলাব 154

তারিখ 22 MAY 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রাইভেট টিউশনি ও শিক্ষক সমাজ

শিক্ষকরা শিক্ষাদানের চাইতে নিজেদের আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে বেশী সচেষ্ট। বাস্তবতার নিরিখে বিচার করতে গেলে কথাটির মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য আয় বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া বিশেষ করে বর্তমান যুগে কোন অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। আদর্শ মানুষ, আদর্শ জাতি গঠনে শিক্ষকদের একটি গুরুদায়িত্ব পেশার সাথে শর্তমুক্ত হয়ে আছে। তাঁরা যে দায়িত্ব পালন করেন তাদের দায়িত্ব পালন করার কথা তা অর্থের বিনিময়যোগ্য নয়— এই বিশ্বাসেই সমাজের দৃষ্টিতে বদ্ধমূল। সে আদর্শ হতে বিচ্যুতি ঘটলে শিক্ষকদের পেশার সাথে অন্য পেশার কোন পার্থক্য থাকে না।

এ কথা সত্য যে, শিক্ষা ব্যবস্থায়ও আজ দুর্নীতি প্রবেশ করেছে ব্যাপকভাবে। কোন কোন শিক্ষক পেশার মর্যাদার কথা ভুলে সে দুর্নীতিতে নিমগ্ন। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভুয়া শিক্ষকের নামে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করছে। জাতির দুর্ভাগ্য যে, পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করার জন্য নকলে সহযোগিতার অপরাধে কোন কোন শিক্ষককে বহিষ্কার করার ঘটনাও ঘটছে। পরীক্ষার কেন্দ্র বদলে, খাতা বদলে, জাল মার্ক শীট, সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে দেওয়ার, প্রশ্ন-পত্র ফাঁস করে দেওয়ায় কোন কোন শিক্ষকও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সবচাইতে দুঃখের বিষয়, শিক্ষকদের স্বীয় দায়িত্বের প্রতি অবহেলা, ক্লাস গ্রহণ না করে ছাত্রদেরকে লেখাপড়ায় ফাঁকি দেওয়া, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এখন অতিসাধারণ ব্যাপার। স্কুল-কলেজ হাজিরা দিয়ে শিক্ষাদানের বদলে নিজেদের তরক্কির চিন্তা বহু শিক্ষককে পেয়ে বসেছে। একটি সাধারণ অভিযোগ এখন সর্বমহল বিশেষ করে অভিভাবক মহল হতে উত্থাপিত হচ্ছে যে স্কুল-কলেজে লেখাপড়া হয় না। এর জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষকের ভূমিকা প্রধানতঃ দায়ী। দেশের সর্বত্র এখন প্রাইভেট টিউশনি শিক্ষকদের আয়ের প্রধান উৎস। অর্থ উপার্জনের টিউশনির জন্য শিক্ষকদের মেধা ও শ্রম বিনিয়োজিত থাকায় বঞ্চিত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। এভাবে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শিক্ষকদের জন্য স্কুল হয়ে উঠছে বিশ্রামস্থল। শুনা যায় টিউশনির জন্য বহু শিক্ষকের কাছেই স্কুলের শিক্ষকের পরিচয় একটি সার্টিফিকেট। উপরোল্লেখিত বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ আজ সকলকে অনুধাবন করতে হবে।

—মোজহারুল হক (বাবুল)